Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 69 –72
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

বেদান্ত দর্শনে অজ্ঞান প্রসঙ্গ

The Subject of Ajnan in Vedanta Philosophy

ড. সোমনাথ কর
সহকারী অধ্যাপক, দর্শনবিভাগ
রাণাঘাট কলেজ, নদীয়া
ইমেইল : somnathkar2012@gmail.com

Keyword
Unmanifested, Asanga, Maya, Chaitanya, Avidya.

Abstract
In Advaita Vedanta, Brahman is recognized as the only transcendental substance. Advaitavedanti calls all beings identical with Brahman. Advaitivedanti does not call the fiery world that the living being experiences in its four sides as the transcendental good substance. Advaita considers the world as the third type of falsity, separating it from good and bad matter. If the world were a second transcendental good substance other than Brahman, then non-dualism would not be possible. The falsity of the world is necessary for the sake of advaita siddhi. If the world evolves from a good substance, then the world will also be a good substance, but for Advaita Vedanti, the falsity of the world is necessary, so Advaita admits ignorance as a false material cause of the world. Such ignorance is also the subject of Advaita Vedanta's 'Prithak Prasthan' or extraordinary theme. All the Advaitacharyas have accepted the falsity of ignorance as the false element of the world, but there is a difference of opinion among the Advaitacharyas on the question of where ignorance resides and what is the subject of ignorance. Among the three main branches of Advaita Vedanta, Brahman is accepted as the refuge and subject of ignorance in the Bharsa branch. On the other hand, the Bhamti sect accepts Jiva as the refuge of ignorance and Brahman as the subject of ignorance. And it is in this context that Acharya Shankar in his Brahmasutra Commentary on the Third Sutra of Anumanikadhikaran has defined the refuge and subject of ignorance. This article is intended to reveal how Acharya Shankar defined the refuge and subject of ignorance.

Discussion
আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের আনুমানিকাধিকরণে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে আনুমানিকাধিকরণের অন্তর্গত তৃতীয় সূত্রের ভাষ্যে অজ্ঞানের আশ্রয় এবং বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মসূত্রটি হইল ‘তদধীনত্বাদর্থবৎ’।[১] এইস্থলে ব্রহ্মসূত্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অব্যক্ত জগতের যাহা মূল উপাদানকারণ তাহা ঈশ্বরের অধীন। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে- ‘মায়িনং তু মহেশ্বরম’।[২]

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-6
Website: www.tirj.org.in, Page No. 69-72

পূর্বপক্ষী সূত্রকারের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন যে, পঞ্চভূতাত্মক জগতের মূল উপাদান কারণরূপে অব্যক্ত স্বীকৃত হইলে সেই অব্যক্ত সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণাত্মক হওয়ায় বস্তুতঃপক্ষে অব্যক্ত সাংখ্যসম্মত প্রধান বা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইয়া যাইবে। ফলতঃ সাংখ্যসম্মত প্রধানকারণবাদই স্বীকৃত হইবে। এবং সাংখ্যমতের সহিত অদ্বৈতমতের কোনও বিশেষ বা পার্থক্য থাকিবে না।

এই রূপ আপত্তির উত্তর প্রদানের নিমিত্তই ব্রহ্মসূত্রকার উক্তসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। উক্তসূত্রে বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত পঞ্চভূতাত্মক জগতের উপাদানকারণ হইলেও, তাহা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন প্রধান নহে, তাহা ঈশ্বরের অধীন। এই অব্যক্ত ঈশ্বরেরই সহকারিকারণ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'মায়াং তু প্রকৃতিবিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম'[৩] এইরূপ মন্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্তই শ্রুতির দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যদি অব্যক্ত ঈশ্বরের অধীন হয় তাহা হইলে ঈশ্বরকেই জগতের উৎপত্তির কারণরূপে স্বীকার করা হউক, ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত অব্যক্ত বা অবিদ্যা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কী বা আবশ্যকতা কী?

ইহার উত্তরে ভাষ্যকার প্রদর্শন করিবেন যে, মহেশ্বরকে শ্রুতি মায়াধীশরূপে প্রতিপাদন করিয়া ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন বা ইহাই উপপাদন করিয়াছেন যে, অব্যক্ত ঈশ্বরেরও প্রয়োজন সম্পাদক। অর্থাৎ অব্যক্ত বা অবিদ্যা ব্যতিরেকে ঈশ্বরেরও জগৎকারণতা সম্ভব হয় না। এইসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'অত্র উচ্যতে-যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেন অভ্যুপগচ্ছেম, প্রসজ্জয়েম তদা প্রধানকারণবাদম।'[৪] এই সন্দর্ভে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদি অদ্বৈতবেদান্তিগণ কোনও স্বাধীন প্রাগবস্থাকে জগতের কারণরূপে স্বীকার করিতেন তাহা হইলেই প্রধানকারণবাদ উপস্থিত হইত। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তিগণ মায়াশক্তিরূপা প্রাগবস্থাকে পরমেশ্বরের অধীনরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, এই প্রাগবস্থা কিন্তু স্বাধীন নহে। ইহা শুধু স্বাধীন নহে, তাহা নহে; ইহা ঈশ্বরেরও প্রয়োজন সম্পাদিকা।

প্রশ্ন হইবে কী সেই প্রয়োজন অবিদ্যা ব্যতিরেকে যাহা স্বয়ং ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পারেন না? বা কী কারণে অদ্বৈতী বলিয়া থাকেন যে, অব্যক্ত বা অবিদ্যা ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের জগৎ সৃষ্টত্ব উপপন্নই হয় না?

ইহার উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যিনি শক্তিরহিত তাহার জগৎ সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপতঃ কুটস্থ এবং অসঙ্গ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে 'অসঙ্গ হি অয়ং পুরুষঃ'।[৫] শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপতঃ অসঙ্গ এবং কূটস্থ হওয়ায় তাহার জগৎসৃষ্টত্ব সম্ভব নহে। এই কারণেই মায়াশক্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে। বন্ধন এবং মুক্তির ব্যবস্থা উপপাদন করিবার জন্য মায়াশক্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে। ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন' পরমেশ্বরধীনা তু ইয়ম্ অস্মাতিঃ প্রাগবস্থা জগতঃ অভ্যুপগম্যতে, ন স্বতন্ত্রা। সা চ অবশ্যাভ্যুপগন্তব্যা, অর্থবতী হি সা। নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। মুক্তানাং চ পুনঃ অনুৎপত্তি। কুতঃ? বিদ্যয়া তস্যাঃ বীজশক্তেঃ দাহাৎ।'[৬] অর্থাৎ ভাষ্যকার প্রশ্ন করিতেছেন যে, মুক্তেরই বা পুনরুৎপত্তি হয় না কেন? কারণ বিদ্যা বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা মুক্তিকালে ঐ অব্যক্তরূপ বীজশক্তির দাহ বিনাশ হয় বলিয়াই মুক্ত পুরুষের পুনরুৎপত্তি হয় না। অনন্তর, ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 'অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিঃ অব্যক্তশব্দনির্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ।'[৭] অর্থাৎ, এই অবিদ্যাত্মিকা বীজশক্তি 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ, ইহা পরমেশ্বরেই আশ্রিত এবং ইহাই মায়াময়ী মহাসুপ্তি।

সাংখ্যকার অনন্তর বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ এই মায়াশক্তি বা অব্যক্ত পদার্থকে আকাশ পদের দ্বারাও নির্দেশ করিয়াছেন। 'এতস্মিন্ উ খলু অক্ষরে গার্গি আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ইতি শ্রুতেঃ।'[৮]

কোনও কোনও স্থলে এই শক্তি 'মায়া' পদের দ্বারা সূচীত হইয়াছে যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পূর্বধৃত মন্ত্রে 'মায়াং তু প্রকৃতি বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।'[৯] কঠোপনিষদে বলা হয়েছে- 'মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্ ইতি উক্তম্, অব্যক্তপ্রভবত্বাৎ মহতঃ, যদা হৈরণ্যগর্ভী বুদ্ধিঃ মহান্।'[১০]

অর্থাৎ মহতের হইতে অব্যক্ত পর বা সূক্ষ্ম। অব্যক্ত বা অবিদ্যা মহতেরও মূল উপাদানকারণ। 'মহৎ' পদের দ্বারা এইস্থলে অভিমানী চৈতন্য বা সমষ্টিমনের দ্বারা উপহিত চৈতন্য হিরণ্যগর্ভকেই বুঝিতে হইবে। যদি কেহ 'মহান'

পদের দ্বারা জীব কে বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলেও জীবভাব অব্যক্তের অধীন হওয়ায় মহৎ হইতেই 'অব্যক্ত' পদ উপপন্ন, কঠোপনিষদে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ অব্যক্ত বা অবিদ্যা মহৎ হইতে পর বা সূক্ষ্ম এবং মহতেরও উপাদানকারণ। সুতরাং অবিদ্যাই জীবভাবের সম্পাদক, ইহাই উক্ত কঠশ্রুতিতে 'মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্' এইমতের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইস্থলে ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্বকেই শাঙ্করমতে জীব বলা হয়। অর্থাৎ অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। বিবরণসম্প্রদায় এই মতই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই যে, জীবরূপ প্রতিবিম্বভাব তাহা অবিদ্যার উপাধির অধীন। অবিদ্যারূপউপাধি না থাকিলে অবিদ্যাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্বরূপ জীবও সম্ভব হইবে না। এইজন্য জীবের যে জীবভাব তাহা অবিদ্যার দ্বারাই সম্পাদিত বা পরিকল্পিত। এই কারণে অবিদ্যা বা অব্যক্তকে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ বা জীব হইতে পর বলা হইয়াছে।

সাংখ্যসম্প্রদায় যদি পুনরায় আপত্তি করেন যে, এই স্থলে 'অব্যক্ত' পদের দ্বারা তাহাদের অভিমত প্রধানই কঠশ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত সাংখ্যপক্ষের নিষেধ করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রকার পরবর্তী সূত্রেই বলিয়াছেন, 'জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ'।[১১] এই সূত্রের তাৎপর্য এই যে, সাংখ্যসম্প্রদায় প্রধান এবং পুরুষের বিবেকজ্ঞান হইতে কৈবল্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ মত স্বীকার করেন। সেইজন্য সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে, প্রধানও জ্ঞেয়। যেহেতু পুরুষ এবং প্রধান উভয়েরই স্বরূপজ্ঞান না হইলে উভয়ের মধ্যে ভেদগ্রহ বা বিবেকজ্ঞান হইতে পারে না। এই কারণে সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে, পুরুষ এবং প্রধান উভয়ই জ্ঞেয়পদার্থ। কিন্তু এই কঠশ্রুতিতে অব্যক্ত জ্ঞেয়রূপে প্রতিপাদিত হয় নাই। অব্যক্ত কিন্তু কঠোপনিষদে জ্ঞেয়রূপে বর্ণিত হইতেছে না। এই স্থলে 'অব্যক্ত' একটি পদ মাত্র। অব্যক্তকে জানিতে হইবে, বা উপাসনা করিতে হইবে এইরূপ কিন্তু শ্রুতি কোথাও বলেন নাই। কেহ বলিতে পারেন যে, কোনও প্রয়োজন ব্যতিরেকে শাস্ত্রে শব্দ প্রযুক্ত হয় না, এইকারণে অব্যক্তের উপাসনাদিবোধক বিধি না থাকিলেও অর্থাপত্তি বলে তাহা কল্পনা করিতে হইবে। তাহার উত্তরে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, যাহা জ্ঞেয় বা উপাস্যরূপে শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই, তাদৃশ পদার্থের জ্ঞান পুরুষার্থের সাধন, ইহা জানিতে পারা যায় না। এইকারণে অব্যক্তের জ্ঞান মোক্ষের কারণ, ইহা অদ্বৈতবেদান্তী বলেনও না। সেই কারণে 'অব্যক্ত' পদের অর্থ এই স্থলে 'প্রধান' ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ অব্যক্তকে জ্ঞেয়রূপে উপস্থাপন করা হয় না। অব্যক্তের জ্ঞান পুরুষার্থের সাধন, ইহা কুত্রাপি শ্রুতি প্রতিপাদন করেন নাই, কিন্তু সাংখ্যসম্প্রদায় অবক্তের জ্ঞানকে পুরুষার্থের সাধন বলেন, শ্রুতি তাহা কদাপি না বলায় এই অব্যক্ত সাংখ্যসম্প্রদায়সম্মত প্রকৃতি নহে।

সাংখ্যসম্প্রদায় আপত্তি করিয়াছেন যে, এই 'অব্যক্ত' পদ প্রধানকেই বুঝাইয়া থাকে, অদ্বৈতসম্মত 'অবিদ্যাকে' বোঝায় না। কারণ, 'জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ' এই হেতুটি যে ব্রহ্মসূত্রকার প্রয়োগ করিয়াছেন পূর্ববর্তী সূত্রে, সেই হেতুটি অসিদ্ধ হেতু। কারণ, শ্রুতি পরবর্তীকালে অব্যক্ত শব্দ নির্দিষ্ট প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কঠোপনিষদের পরবর্তী অংশে বলা হইয়াছে 'অশব্দংমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহিরসং নিত্যগমন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্যভং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।'[১২]

অর্থা' যাহা শব্দরহিত, স্পর্শরহিত, রূপবিহীন, ক্ষয়রহিত, রসবর্জিত, নিত্যগন্ধবিহীন অনাদি অনন্ত মহত্তত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ, অধ্যস্ত সেই অব্যক্ততে অবগত হইয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়। সুতরাং এইস্থলে মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ মহত্তত্বতে অবগত হইয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়, ইহা কঠশ্রুতি স্বয়ং প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ শ্রুতিবাক্যে অব্যক্ত বা প্রধান নিচায়রূপে বা জ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 'নিচায্য' কথার অর্থ হইল জ্ঞেয়।

সিদ্ধান্তীর এইরূপমত প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের পঞ্চমসূত্রে মহর্ষি বাদরায়ণ উপস্থাপন করিয়াছেন। এইসূত্র হইল 'বদতীচেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ'।[১৩] ব্রহ্মসূত্রকার এবং ব্রহ্মসূত্রকারকে অনুসরণ করিয়া আচর্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এইস্থলে কঠোপনিষদে 'প্রধান' জ্ঞেয় রূপে নির্দিষ্ট হয় নাই, প্রাজ্ঞরূপ পরমাত্মা বা ঈশ্বরই জ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু এইস্থলে প্রজ্ঞানুরূপ প্রমাণ রহিয়াছে। ইহার যে পরমাত্মা বিষয় প্রকরণ অপরোক্ষ বিষয় নহে সেই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তাহাই সমস্ত কার্য-কারণভাবের পরিসমাপ্তির স্থান, ইহা কঠোপনিষদ কণ্ঠতঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।'[১৪]

তাহার পরবর্তী শ্রুতিতে কঠোপনিষদ বলিয়াছেন- 'এষঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকোশতে।'[১৫] এইরূপ বচনের দ্বারা পরমেশ্বরেরই জ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব বা প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। সাংখ্যমতাবলম্বিগণ শব্দাদিহীনতাকে প্রধান বোধক লিঙ্গ বা হেতু মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। সমস্ত উপনিষদে শব্দাদিহীনতা পরমাত্মারই লিঙ্গ বা ধর্মরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই অসৎ তত্ত্বাদি লিঙ্গবলে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, এই স্থলে ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে, প্রধান জ্ঞেয় নহে এবং 'অব্যক্ত' পদের দ্বারা প্রধান নির্দিষ্টও হয় নাই, 'অব্যক্ত' পদের দ্বারা পরমেশ্বরের মহাশক্তিরূপ মায়া বা অবিদ্যাই নির্দিষ্ট হইয়াছে।

তথ্যসূত্র :

১. শঙ্করাচার্য, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্, প্রথম খণ্ড, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পা.), দিল্লী, চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৫
২. শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪/১০
৩. শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪/১০
৪. বাদরায়ণ, বেদান্তদর্শনম্, প্রথম অধ্যায়, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৪, পৃ. ৮৪২
৫. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/৭
৬. স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, ২০১৪, পৃ. ৮৪২-৮৪৩
৭. স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, ২০১৪, পৃ. ৮৪৩
৮. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩/৮/১১
৯. শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪/১০
১০. কঠোপনিষদ্, ১/৩/১১
১১. ব্রহ্মসূত্র, ১/৪/৪, শাঙ্করভাষ্য (চৌখম্বা), পৃ: ৩৮০
১২. কঠোপনিষদ্, ১/৩/১৫
১৩. ব্রহ্মসূত্র, ১/৪/৫, শাঙ্করভাষ্য (চৌখম্বা), পৃ: ৩৮১
১৪. কঠোপনিষদ, ১/৩/১১
১৫. কঠোপনিষদ্, ১/৩/১২

গ্রন্থপঞ্জী :

১. উপনিষৎসংগ্রহ, জগদীশ শাস্ত্রী (সম্পাদক), মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৮৪
২. ঐতরেয় আরণ্যক, সায়ণাচার্যকৃত ভাষ্য, তবঠেকরোপানহর শাস্ত্রী (সম্পাদক), আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৫৯
৩. ছান্দোগ্যোপনিষদ্, আচার্য শঙ্করকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা, দুর্গাচরণ সংখ্যাবেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), ২য় খণ্ড, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৯৮৪
৪. পদ্মপাদাচার্যকৃত পঞ্চপাদিকা, প্রথম খণ্ড, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), দিল্লী, চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৫
৫. শঙ্করাচার্য, ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্, প্রথম খণ্ড, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক), দিল্লী, চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৫
৬. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা, মহামহোপাধ্যায় প্রথমনাথ তর্কভূষণ (সম্পাদিত), দেবসাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ১৯৮৬
৭. শঙ্করাচার্য, প্রকরণদ্বাদশী, এস.সুব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রী (সম্পাদক), মহেশ অনুসন্ধান সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮১